সান্ধ্য জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রহস্যমৃত্যু

ঝাড়খণ্ডের যুবকের রহস্যমৃত্যু ইতালিতে। বিদেশে এমবিএ করতে গিয়েছিলেন রাম রাউত। ভাড়া বাড়ির বাথরুম থেকে উদ্ধার দেহ

ভরদুপুরে বহরমপুরে শ্যুটআউট দুষ্কৃতীদের হাতে খুন তৃণমূল নেতা

ভারত আমাদের বিশ্বস্ত বন্ধু ভোট দিয়ে বললেন হাসিনা

বর্ষ - ১, সংখ্যা ২২৬ ● ৭ জানুয়ারি, ২০২৪ ● ২১ পৌষ ১৪৩০ ● রবিবার ● ২ পাতা ● Vol. 1, Issue - 226 ● JAGO BANGLA ● SUNDAY ● 7 JANUARY, 2024 ● 2 Pages

৭৬,১২০ জন প্রবীণের হাতে বার্ধক্যভাতার চেক ■ দেশের সেরা ডায়মন্ড হারবার মডেল

লড়াই চলবে বিজেপির বিরুদ্ধে : অভিষেক

■ পৈলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠে প্রবীণদের হাতে বার্ধক্যভাতার চেক তুলে দিচ্ছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার।

প্রতিবেদন : কথা দিয়ে কথা রাখলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ডায়মন্ড হারবারে সংসদীয় এলাকায় ৭৬ হাজার ১২০ জন প্রবীণের কাছে বার্ধক্যভাতার টাকা দেওয়ার কাজ শুরু করে দিলেন। রবিবার পৈলানের দৌলতপুর যুব সংঘের মাঠের মঞ্চ থেকে নিজে ১০০ জনের হাতে চেক তুলে দিলেন। আগামী ৯ তারিখের মধ্যে বাকিদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছে যাবে। সকলে টাকা পেলেন কিনা তা খতিয়ে দেখবে ১৬ হাজার ৩৮০ জনের একটি ভলান্টিয়ারের দল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তাঁর অফিস থেকে প্রত্যেককে ফোন করে জানা হবে টাকা পেয়েছেন কিনা। কোনও সমস্যায় টাকা না পেলে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে সেই সমস্যা মিটিয়ে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা পৌঁছনো হবে। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় একদিনে যেমন বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই জারি রাখার কথা বলেছেন, একই সঙ্গে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হয়ে গত ১০ বছরে যেভাবে মানুষের পাশে থেকেছেন— জল, কল, রাস্তার ব্যবস্থা করা। কোভিডের সময় ২১টি কমিউনিটি কিচেন চালানো। এছাড়াও ডায়মন্ড হারবারের প্রতিটি বিধানসভা, প্রতিটি ব্লকে যেভাবে পরিষেবা পৌঁছে দিয়েছেন, এক ডাকে অভিষেকের মাধ্যমে মানুষের সমস্যার সুরহা করেছেন। তাতে তিনি মনে করেন, ২০২৪-এর নির্বাচনে

এবার ১০০ দিনের কাজের বকেয়া নিয়ে শুরু হবে লড়াই

ডায়মন্ড হারবারবাসী তাঁর পাশে থাকবেন। অভিষেকের কথায়, বিজেপির এখানে ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই। আমরা শুধু প্রতিশ্রুতি দিইনি, কাজ করে দেখিয়েছি। বিজেপির ১৫ লাখের ভাঁওতাবাজি আর ২ কোটি বেকারের চাকরির মতো মিথ্যাকথা বলিনি। (এরপর ২ পাতায়)

কাল গঙ্গাসাগরে মুখ্যমন্ত্রী

সংবাদদাতা, ডায়মন্ড হারবার : গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার পরিদর্শনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগরে পা দেওয়ার আগে প্রশাসনিক নিরাপত্তা নিয়ে একাধিক বৈঠক করা হয়। রাজ্যের ৩ মন্ত্রী শনিবার গঙ্গাসাগরের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখে এসেছেন। তারপর এদিন মুখ্যমন্ত্রী যাচ্ছেন গঙ্গাসাগরে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গঙ্গাসাগরে আসবেন হেলিকপ্টারে। সোমবার বেলা একটা নাগাদ গঙ্গাসাগর পাঁচ নম্বর রাস্তার পাশে হেলিপ্যাডে নামবেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার সেই হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড পরিদর্শন করেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। সঙ্গে ছিলেন প্রশাসনের আধিকারিকরাও। মুখ্যমন্ত্রী গঙ্গাসাগর প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখার পর কপিলমুনি মন্দিরে পুজো দেবেন। পাশাপাশি সুন্দরবন এলাকার বেশ কিছু সেতু উদ্বোধন করবেন তিনি। গঙ্গাসাগরে জল মিশন উদ্বোধনেও থাকার কথা রয়েছে তাঁর। গঙ্গাসাগরে রাত্রি যাপন করে মঙ্গলবার সকাল ন'টায় বেরিয়ে যাবেন জয়নগরের উদ্দেশে। জয়নগরেও একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধনের করার কথা রয়েছে তাঁর। গঙ্গাসাগরে আসবেন মুখ্যমন্ত্রী, তাই লট নাম্বার এইট থেকে কচুবেড়িয়া-সহ গঙ্গাসাগরের মেন রাস্তায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

সেদিনের খুনিদের নিয়ে ঘুরছে বাংলার গদ্দার

প্রতিবেদন : সেদিন যারা খুনের রাজত্ব কায়েম করেছিল, আজ তাদের নিয়েই ঘুরছে বাংলার গদ্দার। বাংলার মাটিতে তার স্থান নেই, তার স্থান নেই নন্দীগ্রামেও। নন্দীগ্রামে জমি আন্দোলনে কোনও অধিকার নেই সেই গদ্দারের। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নিজেদের রক্ত দিয়ে জমি অধিকার রক্ষা লড়াইয়ের কথা লিখেছে নন্দীগ্রামের মানুষ। মা-মাটি-মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেই ফের নন্দীগ্রামের মাটিতে গণতন্ত্রের বিপ্লব ঘটবে। নন্দীগ্রামের মাটিতে ঠাঁই হবে না গদ্দারের। (এরপর ২ পাতায়)

নন্দীগ্রামে শহিদস্মরণ ■ ভোরেও মানুষের ঢল

■ নন্দীগ্রামে ভাঙাবেড়ায় শহিদ তর্পণে বাপ্পাদিত্য গর্গ, কুণাল ঘোষ-সহ ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির সদস্যরা।

ব্যর্থ সিবিআই, ১৩ বছরেও বিচার পায়নি নেতাই

■ নেতাইয়ে শহিদ দিবসে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : নেতাই গণহত্যার পর কেটে গিয়েছে ১৩ বছর। ২০১১ সালের ৭ জানুয়ারি পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড় থানার নেতাইয়ে সিপিএম কর্মীদের গুলিতে ৯ জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন অনেকেই। সিবিআই তদন্ত শুরু হলেও বিচার পায়নি শহিদ পরিবার। আজও বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদছে। নেতাই গণহত্যার ১৩ বছর পূর্তিতে শহিদ তর্পণের মঞ্চ থেকে বিচার দিতে ব্যর্থ সিবিআইকে কাঠগড়ায় তুললেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কল্যাণ বলেন, সিপিএম হার্মাদরা নেতাই-এর বুকে যে গণহত্যা চালিয়েছিল, তাতে প্রাণ গিয়েছিল ন'জনের। (এরপর ২ পাতায়)

সান্ধ্য জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
২
৭ জানুয়ারি ২০২৪
রবিবার

বিকেলের TOP 10

রাজ্য

- নলহাটিতে বিস্ফোরণে জখম ২ দুষ্কৃতী, আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার।
- পুলিশি অভিযানে শিলিগুড়িতে প্রচুর মাদক-সহ গ্রেফতার ২।
- শিয়ালদহের পর এবার হাওড়া শাখাতেও বাতিল একগুচ্ছ ট্রেন।
- বারাকপুর জেলে বন্দিদের নিয়ে শুরু ক্রিকেট প্রতিযোগিতা।
- দেহ ব্যবসার অভিযোগে শিলিগুড়ির হোটেল থেকে আটক ৮।
- 'ইট রাইট স্টেশন' স্বীকৃতি পেল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন।
- শিলিগুড়ি বাস স্ট্যান্ডে উদ্ধার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ।
- পরিবেশবিদ্যা বিজ্ঞান প্রদর্শনী বালুরঘাটে।
- চুঁচুড়া ময়দান পরিদর্শনে বিধায়ক অসিত মজুমদার।
- লেক টাউনে টায়ারের দোকানে আগুন, দমকলের ২টি ইঞ্জিন।

দেশ

- গ্যাংস্টার লরেন্স বিষ্ণোইয়ের দলের ৪টি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত এনআইএ-র।
- তেলেঙ্গানা : বিয়ের অনুষ্ঠানে গাড়ি নিয়ে ঢুকে মহিলাকে পিষে মারলেন যুবক, আহত ৪।
- ভোপালের হোম থেকে নিখোঁজ হওয়া ২৬ কিশোরীর খোঁজ মিলল ৩ এলাকা থেকে, সাসপেন্ড ২ সরকারি কর্তা।
- পেটের ভিতরে ৯ কোটির মাদক ভরে পাচার! মুম্বইয়ে গ্রেফতার ২ বিদেশি।
- 'এবার জেলে মরে যাওয়াই ভাল', আদালতে ভেঙে পড়লেন জেট এয়ারওয়েজের প্রতিষ্ঠাতা নরেশ।
- শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি দিল্লিতে, আগামী পাঁচ দিন সব স্কুল বন্ধের নির্দেশ।
- ছেলে ততদিনই নিজের যতদিন বউমা না আসে, বললেন বিচারপতি নাগরত্না।
- কিশোরীকে গণধর্ষণ, দিল্লিতে আটক চা-বিক্রেতা, মহিলা এবং ৩ কিশোর।
- এইমসে নজির, অজ্ঞান না করেই ৫ বছরের শিশুর ব্রেন টিউমার অপারেশন।
- '২০-২৬ তারিখে বাড়িতে থাকুন' রামমন্দির উদ্বোধন ঘিরে মুসলিমদের নিদান বদরুদ্দিনের।

বিদেশ

- চার ঘণ্টায় ২০ শতাংশ ভোটও পড়ল না, বাংলাদেশে নির্বাচনী হিংসায় নিহত এক।
- গাজার উত্তর প্রান্তে হামাসের সমস্ত ডেরা নিজেদের কব্জায় নিল ইজরায়েল।
- লন্ডনে ওড়ার আগের মুহূর্তে যাত্রীদের সামনেই পড়ে গেলেন বিমানকর্মী, সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু!
- এপস্টাইন নথিতে নাম হিলারি ক্লিন্টন, লিয়োনার্দোর।
- ইজরায়েলে মন্ত্রিসভায় তরজা, বাতিল বৈঠক।
- মাঝ-আকাশে দুর্ঘটনা, যাত্রী নিরাপত্তার স্বার্থে বোয়িং-এর ৬৫টি বিমান বসিয়ে দিল আলাস্কা এয়ারলাইন্স।
- বাংলাদেশের ভোটেও মাওবাদী হামলা! বুথে বোমা।
- মোদির লাক্ষাদ্বীপ সফর নিয়ে বিতর্কে মলদ্বীপ! ভারতীয়দের 'উপহাস' মুইজ্জুর দলের নেতার।
- গোলাবর্ষণ কিমের ফৌজের, আতঙ্কে দ্বীপ খালি করছে দক্ষিণ কোরিয়া।
- চিন সফরে মলদ্বীপের প্রেসিডেন্ট, মন্তব্যে নারাজ নয়াদিল্লি।

খেলা

- দুটি টেস্ট! মীমাংসা হল না সিরিজের। ডি'ভিলিয়ার্স দুষলেন দুনিয়া জুড়ে টি-২০ ক্রিকেটকে।
- গত কয়েক বছরের পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট ভারত সবথেকে সফল দল : অশ্বিন।
- আরানদিনাকে হারিয়ে কোপা ডেল রে-র শেষ ষোলোয় রিয়াল মাদ্রিদ।
- প্রিস্টনকে হারিয়ে এফএ কাপের চতুর্থ রাউন্ডে চেলসি।
- লম্বা ছুটি কাটিয়ে মায়ামির প্রি-সিজন ক্যাম্পে যোগ দিলেন মেসি।
- রঞ্জিতে ডাবল সেঞ্চুরি (অপরাজিত ২৪৩) চেতেশ্বর পূজারার।
- প্লেন ম্যাকগ্রার পরিবারের মহিলা সদস্যদের সঙ্গে করমর্দন না করে বিতর্কে মহম্মদ রিজওয়ান।
- রোহিতই টি-২০ বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দেবে : আকাশ চোপড়া।
- দু'টি অধ্যায় (ওয়ান ডে এবং টেস্ট) শেষ, তবে একটি অধ্যায় এখনও অসমাপ্ত (টি-২০) : ওয়ার্নার।
- নতুন প্রজন্মের অ্যাথলিটদের সাফল্যের খিদে কম, দাবি মেরি কমের।

■ অনিবার্য কারণবশত পোস্ট এডিট প্রকাশ করা গেল না। আগামী কাল থেকে যথারীতি।

পৈলানে অভিষেকের বার্ধক্যভাতা প্রদান অনুষ্ঠানের কিছু মুহূর্ত

৯৩ বছরেও বিচার পায়নি নেতাই

(প্রথম পাতার পর)

তাঁদের আর আমরা ফিরে পাব না। কিন্তু তাঁরা যাতে বিচার পান সেই চেষ্টা আমরা করে যাব শেষ দিন পর্যন্ত। আদালত বুঝেছিল বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকার নেতাইয়ের শহিদদের সুবিচার দেবে না। তাই দেরিতে হলেও নেতাই গণহত্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সরকারের আমলেই সব থেকে বেশি গণহত্যা হয়েছিল বাংলায়। আর প্রতিটি মামলা করতে হয়েছে আমাকে। উপরওয়ালার আশীর্বাদে প্রতিটি মামলাতেই সাফল্য পেয়েছি। ১৯৯৩-এ ভিখারি পাসোয়ান মামলা দিয়ে শুরু হয়েছিল। তারপর ছোট আঙারিয়া, রিজওয়ানুর রহমান মামলা, নেতাই গণহত্যা— একটি মামলাতেও ট্রায়াল শেষ করতে পারেনি সিবিআই। নেতাই-কাণ্ডের পর কেটে গিয়েছে ১৩ বছর। এতদিনেও কেন বিচার পেল না নেতাই?

■ মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের চালতিয়ায় রবিবার গুলিবিদ্ধ হন তৃণমূল নেতা সত্যেন চৌধুরী। পরে বহরমপুর হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।

লড়াই চলবে বিজেপির বিরুদ্ধে

(প্রথম পাতার পর)

তাঁর সংযোজন, আজ যেটা দেখলেন একে বলে ন্যায়। একে বলে ইনসাফ। কানে শুনে নয়, চোখে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। তিনি বলেন, বিজেপি সবকা সাথ, সবকা বিকাশের কথা বলে। তার আদর্শ উদাহরণ হল ডায়মন্ড হারবার। বার্ধক্যভাতার কথা তিনি উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি, ততদিন আপনাদের মুখের হাসি পড়তে দেব না। রাজ্য সরকার বার্ধক্যভাতা দিতে না পারলেও আমি যতদিন বাঁচব ততদিন দিয়ে যাব। সেইসঙ্গে তিনি যোগ করেন, আগামী দু-তিন মাস অপেক্ষা করব। তারপর কেন্দ্রীয় সরকার যদি ১০০ দিনের টাকা না দেয়, কীভাবে সেই টাকা ব্যবস্থা করতে হয় আমি জানি। ডায়মন্ড হারবারে ৬৬ হাজার মানুষ আছেন যাঁরা ১০০ দিনের কাজ করেন। প্রয়োজনে তাঁদের টাকার ব্যবস্থা করে আমি এই কাজটা শুরু করব।

এদিন তৃণমূলের নবীন-প্রবীণ আলোচনা নিয়ে স্পষ্ট বক্তব্য জানিয়েছেন অভিষেক। তাঁর কথায়, এই জল্পনার কোনও অবকাশই নেই। যতদিন বাঁচব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি বুকে নিয়ে আর তৃণমূলের ঝান্ডা নিয়েই পথ চলব। এর আগেই দল আমাকে যে দায়িত্ব দিয়েছে আমি তা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছি। ২০২৪-এও দল যা দায়িত্ব দেবে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করব। এরপরই তাঁর সংযোজন, ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হিসেবে এই লোকসভাতে আমার কিছু দায়-দায়িত্ব আছে। দল আমাকে প্রার্থী করলে আমাকে তো নিজের কেন্দ্রে সময় দিতে হবে। যে যত বড় নেতাই হোক না কেন, তাঁকে তাঁর কেন্দ্রে সময় দিতে হবে। সেখানকার মানুষের পাশে থাকতে হবে।

রবিবারও কেন্দ্রের বঞ্চনা নিয়ে সরব ছিলেন অভিষেক। বিজেপির বিরুদ্ধে জোরদার লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে তিনি বলেন, কাজের নিরিখে দেশের মধ্যে এক নম্বর লোকসভা ডায়মন্ড হারবার। মানুষের সমর্থনের নিরিখেও ভারতের এক নম্বর হবে ডায়মন্ড হারবার। তাঁর কথায়, ভোটের ময়দানে বিরোধীদের সঙ্গে দেখা হবে। সেদিন বুঝিয়ে দেব লড়াই কাকে বলে। ডায়মন্ড হারবারবাসীর প্রতি তাঁর বার্তা, গতবার জয়ের ব্যবধান ছিল ৩ লাখ। এবার তা ৪ লাখ করতে হবে। আপনারা শুধু আশীর্বাদ করুন, বাকিটা বুঝে নেব। পঞ্চায়েতেও কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট হয়েছিল। ২০২১-এও হয়েছিল বাহিনী দিয়ে। বিজেপি কিছুই করতে পারেনি। ২০২৪-এও দাঁত ফোটাতে পারবে না। কারণ, কাজের নিরিখে আমি মানুষের সমর্থন চাইব। কিন্তু বিজেপির এখানে ভোট চাওয়ার কোনও অধিকার নেই।

খুনিদের নিয়ে ঘুরছে বাংলার গদ্দার

(প্রথম পাতার পর)

রবিবার নন্দীগ্রাম ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে ভাঙাবেড়ার শহিদ স্মরণসভা থেকে এই ভাষাতেই গর্জে উঠলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। শহিদ তর্পণের মঞ্চে নন্দীগ্রামের আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে গণতন্ত্রে ফের বিপ্লব আনার কথা বলেন তৃণমূল মুখপাত্র। তাঁর কথায়, নন্দীগ্রামে জমি অধিকার রক্ষার লড়াইয়ের ১৭ বছর পরেও শীতের সকালে এত মানুষের সমাবেশ প্রমাণ করে দিচ্ছে ক্ষত কতটা গভীর ছিল এবং কতটা দৃঢ় ছিল রাজনৈতিক বদলার সেই শপথ। এই প্রজন্মের কাছেও ২০০৭ সালের সেই ভয়াবহ সন্ত্রাসের প্রতিটা ঘটনাক্রম পরিচিত। তিনি জানান, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জমি অধিকার আন্দোলন কাকে বলে, তা গোটা বিশ্বকে দেখিয়েছে নন্দীগ্রাম।

শহিদ স্মরণসভার আগের রাতে তাঁর নামে গো ব্যাক পোস্টার পড়েছিল এলাকায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বলেন, যতবার পোস্টার দেবে ততবার এখানে ছুটে আসব। বলব, গদ্দার অধিকারী একটা চোর, জালিয়াত, মিরজাফর, বিভীষণ, ডাকাত, রাজনৈতিক বেজন্মা। গদ্দার যাঁদের চোর বলছে, তাঁদের ক্যামেরার সামনে টাকা নিতে দেখা যায়নি। আমি এখনও মামলা লড়ছি আর তৃণমূলের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কথা বলছি, তোমার মতো মেরুদণ্ড বিক্রি করে অমিত শাহের জুতো চাটতে যাইনি। তিনি এদিন বিজেপির ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিকেও তীব্র ধিক্কার জানান। তৃণমূল মুখপাত্র বলেন, যত বড় বড় কথাই শুভেন্দু অধিকারী বা বিজেপি নেতারা বলুন না কেন, নিজেদের মধ্যে কো-অর্ডিনেশন বাড়াতে পারলে নন্দীগ্রামে আবার গণতন্ত্রের বিপ্লব ঘটবে।

বিজেপিকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র আগামী দিনে নন্দীগ্রামকে আরও একজোট হয়ে এগিয়ে চলার বার্তা দেন। মা মাটি মানুষের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে রাজ্য জুড়ে উন্নয়নের ধারাকে বয়ে নিয়ে চলেছেন তাতে সাধারণ মানুষ তাঁর পাশে আছেন। এদিকে, পায়ের তলার জমি সরেছে অধিকারী পরিবারের। তাই প্রতিহিংসার রাজনীতি, অপপ্রচার আর কুৎসাকে হাতিয়ার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি আর রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরির অপচেষ্টা করে চলেছেন গদ্দাররা। নন্দীগ্রামের মানুষ তার জবাব দিতে তৈরি।

সম্পাদক : সুখেন্দুশেখর রায়

● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত। সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০